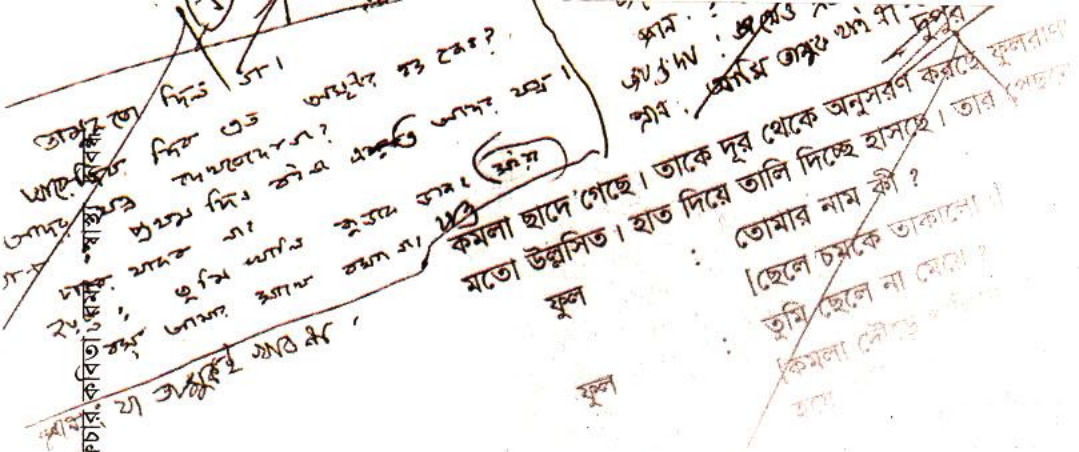

হুমায়ূন আহমেদের অপ্রকাশিত চিত্রনাট্য

ঘেটুপুত্র কমলা

AMARBOI.COM

[পূর্ণিমা রাত। সোমাল নামের একটি গ্রাম। গ্রামের বটগাছের নিচে জড়ো হয়েছে সমস্ত গ্রামবাসী। নাম্বি নামে একজন লোক গল্প বলছে। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছে। একপাশে ঝুলছে একটি লণ্ঠন। যতক্ষণ এই লণ্ঠন জ্বলবে, ততক্ষণই চলবে গল্প। আর গ্রামবাসীরা এই গল্প মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনবে দশ রাত। পরের মাসেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটবে। এমনিভাবেই তা চলছে।

এ নাম্বি হলো, আর কে নারায়ণনের প্রখ্যাত গল্প Under the Banyan Tree-র প্রধান চরিত্র। আর এ সময়ের বাংলা সাহিত্যের নাম্বি হুমায়ূন আহমেদ। তিনি চার দশক ধরে পাঠকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসের মাধ্যমে। সাধারণ পাঠকদের এমনভাবে বুঁদ করে রাখার ক্ষমতা ছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরও। কিন্তু তাঁর পাঠকসংখ্যাও এত বিশাল ছিল না, হুমায়ূন আহমেদের যতটা আছে। এ এক বিস্ময়। এই ঈর্ষণীয় পাঠকপ্রিয়তার দ্যুতিতে উদ্ভাসিত হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূন আহমেদ টিভি নাটকে নতুন মাত্রা যোগ করেন। নির্মাতা হিসেবেও সৃজনশীলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। আর সংখ্যায় অল্প হলেও গানও লিখেছেন তিনি। এর মধ্যে কয়েকটি গান চিরকালের সম্পদ।

হুমায়ূন আহমেদ একজন চলচ্চিত্রকারও ছিলেন। তাঁর অভিষেক চলচ্চিত্র 'আগুনের পরশমণি'। মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক এই চলচ্চিত্রটি ১৯৯৪ সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের মানদণ্ডে ৮টি শাখায় পুরস্কৃত হয়। অতঃপর তিনি নির্মাণ করেন–শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত এবং আমার আছে জল। এইসব চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধ, প্রেম, রহস্যময়তা, পারিবারিক বন্ধন, মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার-স্যাপার ইত্যাদি মূর্ত হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, এইসব চলচ্চিত্র যেমন সাধারণ দর্শকদের হলমুখী করেছে তেমনি সুধীজনের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। পুরস্কৃতও হয়েছে।

হুমায়ূন আহমেদের নতুন এবং সর্বশেষ চলচ্চিত্রকর্ম 'ঘেটুপুত্র কমলা'। মুক্তি প্রতীক্ষিত এই চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য এখানে তুলে ধরা হলো।–সম্পাদক]

প্রস্তাবনা

প্রায় দেড়শ' বছর আগে হবিগঞ্জ জেলার জলসুখা গ্রামের এক বৈষ্ণব আখড়ায় ঘেটুগান নামে নতুন সঙ্গীত ধারা সৃষ্টি হয়েছিল। মেয়ের পোশাক পরা কিছু রূপবান কিশোর নাচগান করত। এদের নামই ঘেটু। গান হতো প্রচলিত সুরে, যেখানে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। অতি জনপ্রিয় এই সঙ্গীত ধারায় নারীবেশী কিশোরদের উপস্থিতির কারণেই এর মধ্যে অশ্লীলতা ঢুকে পড়ে। বিত্তবানরা এইসব কিশোরকে যৌনসঙ্গী হিসেবে পাবার জন্যে লালায়িত হতে শুরু করেন। একসময় সামাজিকভাবে বিষয়টা স্বীকৃতি পেয়ে যায়। হাওর অঞ্চলের শৌখিনদার মানুষ জলবন্দি সময়টায় কিছুদিনের জন্যে হলেও ঘেটুপুত্র নিজের কাছে রাখবেন–এই বিষয়টা স্বাভাবিকভাবে বিবেচিত হতে থাকে। শৌখিনদার মানুষের স্ত্রীরা ঘেটুপুত্রকে দেখতেন সতীন হিসেবে।

আনন্দের কথা ঘেটুগান আজ স্মৃতি। সঙ্গীতের নামে কদাচার বন্ধ হয়েছে। একই সঙ্গে হারিয়ে গেছে বিস্ময়কর এক সঙ্গীত ধারা।

০১

মধ্যদুপুর

চৌধুরী হেকমত সাহেবের প্রাচীন দালানের ছাদ। ছাদ থেকে হাওর দেখা যায়। হাওরের পানি সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো দালানে আছড়ে পড়ছে। একজন আর্টিস্ট হেকমত সাহেবের ছবি আঁকছে। হেকমত চেয়ারে বসা। হেকমতকে ঘিরে ধবধবে শাদা রঙের অসংখ্য পায়রা। এর মধ্যে দু'টা কালো।

হেকমত : নুরু। কতবার বলেছি কালা কবুতর যেন আমার ঝাঁকে না থাকে।

নুরু : চৌদরী সাব। বদগুলান বাইরে থাইকা উইড়া আসে।

হেকমত : ধইরা নিয়া যাও ব্যবস্থা করো।

[কালো কবুতর ধরা হলো।]

০২

মধ্যদুপুর

নুরু এবং মাওলানা ইয়াকুব কবুতর জবেহ করছেন। ঘোড়া দলাই মলাই করছে সহিস।

ইয়াকুব : অনেকেই দেখি পশুপাখি জবেহ করার সময় বিছমিল্লাহ বলে। এটা করা যাবে না। আল্লাহর নাম নিয়া প্রাণী হত্যা করা যায় না। বলতে হয় আল্লাহু আকবার।

[কবুতর জবেহ করা হলো। মাটিতে পড়া রক্ত একটা কুকুর চাটছে।]

সহিস : আল্লাহু আকবর।

ইয়াকুব : কাপড় ঠিক করো।

সহিস : কল্লা তো আলাদা কইরা ফেলছেন।

ইয়াকুব : চুপ থাক। নামাজ কালাম নাই খালি কথা। ঘোড়ার সঙ্গে থাইকা স্বভাব হইছে ঘোড়ার মতো।

AMARBOI.COM

০৩

মধ্যদুপুর

হেকমতের ছবি আঁকা চলছে।

হেকমত : তোমার নামটা বলো। নাম ভুলে গেছি।

শাহ্ আলম : শাহ আলম।

হেকমত : কী আঁকলা দেখাও।

[দেখাল।]

হেকমত : কিছুই তো আঁক নাই। আধাঘন্টার উপরে বসা।

শাহ্ আলম : আপনার ছবিটা মাথার ভিতর ঢুকাইতেছি। পরে আঁকব।

হেকমত : ছবি আঁকতে জানো ? আমার তো মনে হয় না। নুরু নুরু।

[নুরু ঢুকল।]

আমার নাও না ?

নুরু : মনে তো হয় সেই রকম।

হেকমত : চোঙগা আন।

হেকমত : শাহ আলম। তুমি এখন বিদায় হও।

[নুরু দুরবিন নিয়ে এলো। হেকমত দুরবিন দিয়ে দেখছে। বজরা ধরনের নৌকা ঘাটে ভিড়ছে।]

০৪

মধ্যদুপুর।

দুরবিনের ক্লোজআপে বজরা। বাজনার তালে রূপবতী এক কিশোরী নাচছে।

০৫

মধ্যদুপুর।

নুরু দুরবিন হাতে নিয়ে দেখবে।

নুরু : ঘেটুপুলা দেখতে সৌন্দর্য আছে।

(প্রথম গান)

শুয়া উড়িল উড়িল
জীবেরও জীবন
আরলা মাখানে ছিলা আনন্দিত মন
ভবে আইসা পিঞ্জিরাতে হইলা বন্ধন।
.....

০৬

মধ্যদুপুর।

ড্যান্সমাস্টার, বংশিবাদক, বেহালাবাদক এবং কমলা বজরা থেকে নামছে। তারা মূল বাড়ির দিকে এগুচ্ছে। কমলার পায়ে ঘুংঘুর। পা ফেলছে, ঘুংঘুরের শব্দ হচ্ছে। কমলা অবাক হয়ে বাড়িঘর দেখছে।

কমলা : বাপজান কত বড় বাড়ি।

বাবা : এখন আমারে বাপজান ডাকবা না। এখন আমি তোমার ড্যান্সমাস্টার। আমারে ডাকবা ওস্তাদজী। তিনমাস পরে যখন বাড়ি ফিরা যাব, তখন আবার বাপজান।

০৭

মধ্যদুপুর।

ঘোড়ার সহিস দেখছে অবাক হয়ে।

ড্যান্সমাস্টার : আসসালামু আলায়কুম।

সহিস : ওয়ালাইকুম।

ড্যান্সমাস্টার : আমি দলের পরদান ফজলু।এই যে আমার ড্যান্সমাস্টার। জনাব আপনার পরিচয় ?

সহিস : আমার পরিচয় নাই। আমি ঘোড়া মাস্টার। যান ঘরে যান।

[সহিস ঘোড়ার সঙ্গে কথা বলল।]

সহিস : বাহাদুর ঘেঁটুপুলা দেখছস। টেকা থাকলে আমিও একটা ঘেটুপুলা পালতাম।

০৮

মধ্যদুপুর

বাড়ির জানালা থেকে হেকমতের স্ত্রী হামিদা কমলাকে দেখছে। রাগে, দুঃখে তার চোখে পানি এসে গেছে। হামিদার পাশে এসে তার মেয়ে ফুলরাণী দাঁড়াল।

ফুলরাণী : মা এই মেয়েটা কে ?

হামিদা : তোর বাপরে জিগা কে। তোর বাপ জানে।

ফুলরাণী : তুমি কানতেছ কেন ?

হামিদা : ঐ মেয়েরে জিগা আমি কেন কানতেছি। ঐ মেয়ে জানে।

০৯

মধ্যদুপুর

গানের দল মূল বাড়িতে ঢুকেছে। ঘর-দুয়ার দেখে হতভম্ব।

ড্যান্সমাস্টার : দেখছ অবস্থা! এই গুলানরে বলে ঝাড়বাত্তি। ঐ দুইটা সিংহ সিঁড়ি পাহারা দেয়।

[নুরু ঢুকল।]

নুরু : এইখানে ঘুরঘুর কোন দুঃখে ? ডাইনের ঘরে যান। এই দিকে আসা নিষেধ।

ড্যান্সমাস্টার : জি আচ্ছা। জনাব আমার নাম ফজলু, আমি দলের পরদান।

নুরু : যান ঘরে যান। ঘরে গিয়া ড্যান্স করেন। এইখানে না।

[আর্টিস্ট বের হয়েছে। সেও অবাক হয়ে দলটাকে দেখছে।]

নুরু : এই যে আর্টিস সাহেব, আপনেরো ঘুরঘুর অভ্যাস। নিজের ঘরে ঝিম ধইরা বইসা থাকবেন।

[আর্টিস্ট চলে গেল।]

চিত্রনাট্য
AMARBOI.COM

'ঘেটুপুত্র কমলা' চলচ্চিত্রের শুটিংয়ে দৃশ্য চিত্রায়নের আগে সহকর্মীদের সঙ্গে আলাপ করছেন পরিচালক হুমায়ূন আহমেদ

১০

মধ্যদুপুর

আর্টিস্টের ঘর। চারদিকে ছবি আঁকার জিনিসপত্র ছড়ানো। সে ঝিম ধরে বসে আছে।

১১

মধ্যদুপুর

গানের দল এবং কমলা একটা ঘরে বসে আছে।

কমলা : বাপজান এইগুলান খুলব ?
[নিজের পোশাক দেখাল।]

বাবা : আবার বাপজান ? বল ওস্তাদজি।

কমলা : ওস্তাদজি এইগুলান খুলব ? গরম লাগতেছে।

বাবা : হুকুম কি আসে দেখি। আগামী তিনমাস আমরা হুকুমের চাকর।
[নুরু ঢুকল।]

নুরু : আপনারা বাইরে থাকেন। আপনাদের ব্যবস্থা নিতেছি। এই ঘরে শুধু কমলা থাকবে। [সবাই উঠে সুড়সুড় করে চলে গেল।]

নুরু : কাজের সময় কাজ করবা বাকি সময় এই ঘরে ঝিম ধইরা বইসা থাকবা।

১২

দুপুর

ফুলরাণীকে চুপি চুপি আসতে দেখা যাচ্ছে। সে একটা জানালার ঘুলঘুলি উঁচু করে দেখল– কমলা তার বুক থেকে নারিকেলের মালা খুলছে। মাথার লম্বা চুল খুলছে। ফুলরাণী হতভম্ব।

১৩

দুপুরের খাবারের দৃশ্য

চৌধুরী একা খেতে বসেছেন। প্রাচীন থালাবাসন। মাথার উপর টানাপাখা। একজন পাখা টানছে। হামিদা স্বামীর পাশে দাঁড়ানো। দু'টা কবুতরের রোস্ট দেওয়া হয়েছে।

হামিদা : এই ঘেটু ছেলে আপনি আনায়েছেন ?

চৌধুরী : হুঁ।

হামিদা : কেন ?

চৌধুরী : বলতেছি কেন। মন দিয়া শোন। হাওরে পানি আসছে। তিন মাস পানি থাকব। আমার করার কিছু নাই। আমোদ ফুর্তির জন্যে এরে এনেছি। তিন মাস পার হবে। পানি নাইম্যা যাবে। কমলা চলে যাবে।

হামিদা : ঘেটু পুলার নাম কমলা ?

চৌধুরী : হুঁ।

হামিদা : আমারে বাপের বাড়ি পাঠায়া দেন।

চৌধুরী : খাইতে বসছি। এখন এত বাহাস করতে পারব না। খাওয়া শেষ হোক।

[মাথার উপর পাংখার দিকে তাকালেন। পাংখা দ্রুত নড়া শুরু করল। মাঝখানে পাংখাপুলারের একটা ছোট্ট শট যাবে। সে ভীত।]

AMARBOI.COM

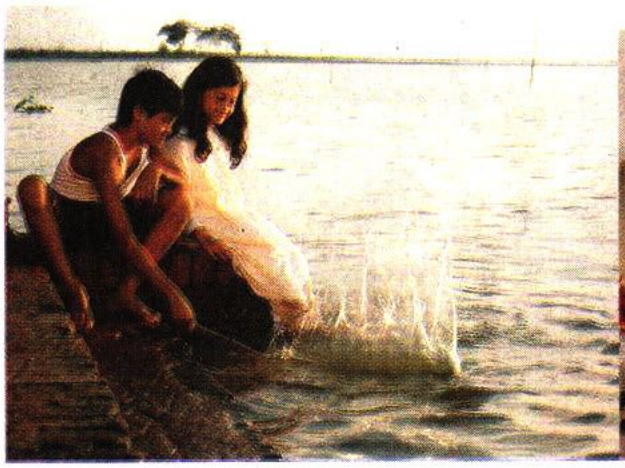

চিত্রনাট্য

১৪

দুপুর

গান-বাজনার লোকজন গোল হয়ে বসে আছে। বিশাল এক থালায় পোলাও দেওয়া হয়েছে।

নুরু : আপনাদের মধ্যে হিন্দু কেউ আছে ?

হিন্দু : আমরা দুইজন।

নুরু : গরু খান ?

হিন্দু : রাম রাম আপনে কী কন ?

নুরু : আলাদা বসেন।

ডান্সমাস্টার : পোলাও না কি ? এই পোলাও। খাও আরাম কইর‍্যা খাও।

[বিরাট এক হাঁড়ির সব গরুর মাংস পোলাউ-এর উপর ঢেলে দেওয়া হলো। আনন্দিত লোকজন এ ওর দিকে তাকাচ্ছে।]

[হিন্দু দু'জন পোলাও ঘিরে বসে আছে। শুধু পোলাও খাচ্ছে।]

ডান্সম্যাস্টার : হিন্দু হইয়া পড়ছ বিপদে, খানা আসে কি না দেখ।

১৫

নুরু কাজের মেয়েদের কাছে গেল। ময়না জলচৌকিতে বসা। কাজের মেয়েরা সবাই আছে। একজন মাথায় পানি ঢালছে।

[নুরু ঢুকল।]

ময়না : এইখানে মেয়েছেলে থাকে। তারার শইলে কাপড় সব সময় ঠিক থাকে না। হুটহাট কইরা ঢুকবা না। গলা খাকাড়ি দিয়া ঢুকবা।

[নুরু গলা খাকাড়ি দিল।]

ময়না : চাও কী ?

নুরু : দুইটা আছে হিন্দু। গরু খায় না।

ময়না : মরিয়ম! পাক বসাও। হিন্দু দুইটারে বলো খানা দিতে দিরং হবে।

১৬

দুপুর

আর্টিস্ট খেতে বসেছে। ফুলরাণী ঢুকল।

ফুলরাণী : আমাদের বাড়িতে একটা মেয়ে আসছে। মেয়েটা ছেলে হয়ে গেছে।

[আর্টিস্ট জবাব দিচ্ছে না। খাচ্ছে।]

ফুলরাণী : আর্টিস মামা! মেয়ে কি ছেলে হইতে পারে ?

আর্টিস্ট : এই আজিব দুনিয়ায় সবই সম্ভব।

১৭

গানের দলের খাওয়া শেষ হয়েছে। হিন্দু দুজন বসে আছে। একজন এসে দুটা কাঁসার থালা দিয়ে গেল।

ড্যান্সমাস্টার : তামুকের ব্যবস্থা কি করা যায় ?

নুরু : করা যায়। তবে ঘরের ভিতর তামুক খাইতে পারবেন না। বাইরে খাবেন।

[কাঁসার থালায় পোলাউ এবং দুটা আস্ত মুরগি এসেছে।]

[নুরু সবার হাতে তামাক এবং হুক্কা দিল।]

১৮

দুপুর

হেকমত সাহেবের খাওয়া হয়েছে। তিনি পালংকে বসে আছেন। তাঁর সামনে বাটায় পান। ফরসি হুক্কা।

হামিদা : খাওয়া তো শেষ হয়েছে, এখন আমারে বাপের বাড়ি পাঠাইবার ব্যবস্থা নেন। ঘেটুপোলার সাথে আমি এক বাড়িতে থাকব না।

চৌধুরী : এখন আমি শুইয়া কিছুক্ষণ ঘুমাবো। ঘুমের পরে এই বিষয়ে আলোচনা হবে। এখন না।

[চৌধুরী হুক্কা টানছেন। এবং হুক্কা রেখে শুয়ে চোখ বন্ধ করলেন।]

AMARBOI.COM

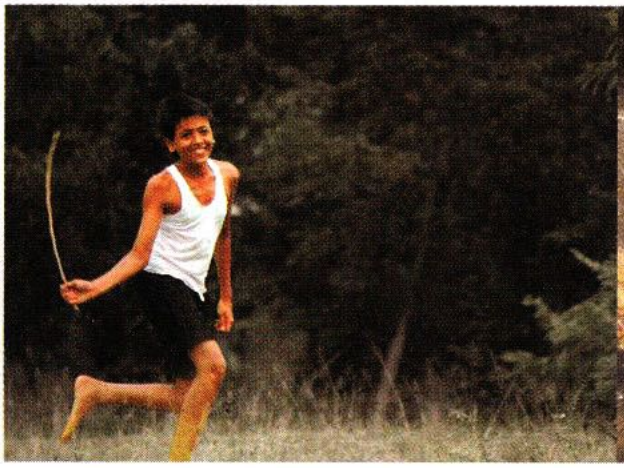

১৯

দুপুর

গানের দলের সবাই ঘাটে বসে হুক্কা টানছে।

২০

দুপুর

কমলা ছাদে গেছে। তাকে দূর থেকে অনুসরণ করছে ফুলরাণী। কবুতরের ঝাঁক দেখে সে শিশুদের মতো উল্লসিত। হাত দিয়ে তালি দিচ্ছে, হাসছে। তার পেছনে এসে দাঁড়াল ফুলরাণী।

ফুল : তোমার নাম কী ?

[ছেলে চমকে তাকালো।]

ফুল : তুমি ছেলে না মেয়ে ?

[কমলা দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। ফুলরাণী পেছনে পেছনে যাচ্ছে। কমলা ভীত হয়ে আর্টিস্টের ঘরে ঢুকে পড়ল।]

২১

দুপুর

আর্টিস্ট ছবি আঁকছিলেন। ছবি আঁকা বন্ধ করে তাকালেন।

আর্টিস্ট : নাম কী ? নাম বলবা না!

[কমলা জবাব দিল না। আর্টিস্ট ছবি আঁকায় মন দিলেন।]

কমলা : আসল নাম জহির। ঘেটু নাম কমলা।

[আর্টিস্ট ছবি আঁকা বন্ধ করে তাকিয়ে আছেন। কমলা উঠে চলে গেল।]

২২

বিকাল

হেকমতের ঘুম ভেঙেছে। নুরু ট্রেতে শরবত নিয়ে এসেছে। বড় বাটিতে পানি। পানিতে গামছা। নুরু গামছা দিয়ে হেকমতের মুখ মুছে চলে গেল। তিনি শরবত হাতে নিলেন। ঢুকল হামিদা।

হামিদা : ঘুম ভাঙছে। এখন আলাপ করেন।

হেকমত : কী আলাপ ?

হামিদা : ঘেটুপুলা এইখানে থাকলে আমি থাকব না।

হেকমত : আমি একজন সৌখিনদার মানুষ। আমোদ ফুর্তির আমার প্রয়োজন আছে। তিন মাস সমুদ্রের মধ্যে বাস করব। আমার করার কী আছে ?

হামিদা : আমারে বাপের বাড়ি পাঠায়ে দেন। ঘেটু চলে গেলে আসব।

হেকমত : যাওয়া আসার মধ্যে থাকার প্রয়োজন কী! পুরোপুরি যাও। নুরু নুরু। মাওলানারে খবর দাও। তালাকের মাসালা জিজ্ঞাস করি। আমি শান্তিপ্রিয় লোক। শান্তি চাই, অশান্তি চাই না। স্ত্রীলোক হলো কইতর, ধান ছিটাইলেই আসে।

[মাওলানার গলা খাকাড়ি।]

মাওলানা : জনাব আসব ?

হামিদা : উনারে চলে যেতে বলেন। আমি থাকব।

হেকমত : মাওলানা চলে যাও। মীমাংসা হয়েছে।

(হামিদা কাঁদছে।]

হেকমত : কান্দন আমার পছন্দ না। হাসতে হাসতে সামনে থেকে যাও।

[হামিদা চলে গেল।]

২৩

বিকাল

ঘোড়ার সহিসের কাছে গেলেন মৌলানা।

মৌলানা : তুমি নামাজে সামিল হও না কেন ? চৌধুরী সাব আমারে 'পুছ' করেছেন।

সহিস : যে বাড়িতে ঘেটুপুলা থাকে সেই বাড়িতে নামাজ–এইটা কেমন কথা!

মৌলানা : চৌধুরী সাবরে বইল্যা তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করব। একশ বার কানে ধইরা উঠবোস করাব।

AMARBOI.COM

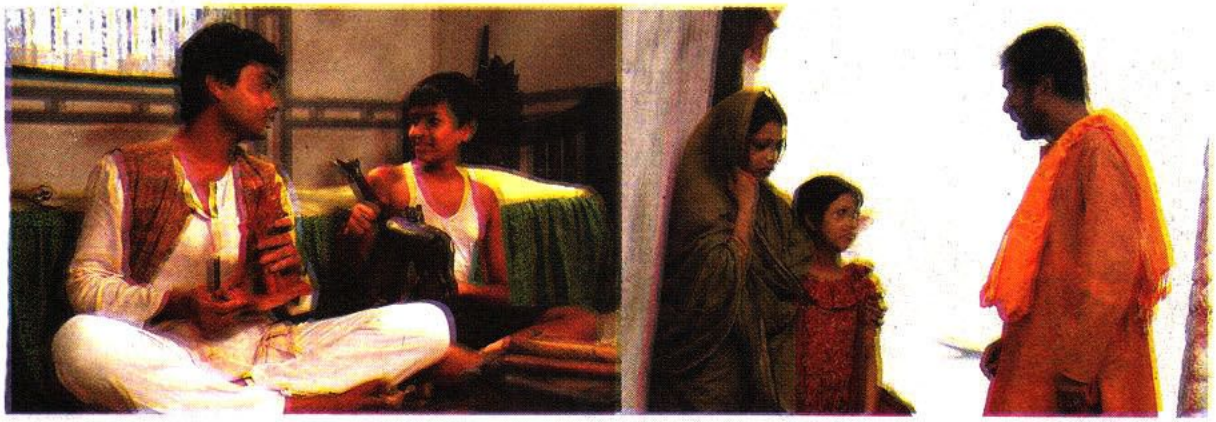

সহিস : যান নালিশ করেন গিয়া। মাসে একবার মুনিবের শাস্তি না পাইলে শরীর ছাইড়া দেয়। ম্যাজ-ম্যাজানি বেরাম হয়।

মৌলানা : তোমারে সকাল বিকাল দুইবেলা থাবড়ানির প্রয়োজন।

সহিস : থাবড়ান। না করছি!

২৪

বিকাল

আর্টিস্ট কুদ্দুসের ঘর। সে ঝিম ধরে বসে আছে। মাওলানা ঢুকলেন।

মাওলানা : আপনে ছবি আঁকেন এইটা একটা বেদাত কাজ। তারপরে পাঞ্জেগানা নামাজেও সামিল হন না। এটা কেমন কথা ? আসেন নামাজে সামিল হবেন। উঠেন।

২৫

সন্ধ্যা

ছাদের এক কোনায় মাওলানা আজান দিচ্ছেন। নুরু কার্পেট বিছাচ্ছে। হাওরের দৃশ্য। হেকমতের অজুর দৃশ্য। ফুলরাণীর মাথায় উড়না দেয়ার দৃশ্য। সন্ধ্যার আকাশে পায়রার উড়াউড়ির দৃশ্যে আজান শেষ হবে। মাওলানার পেছনে তিনজন নামাজে দাঁড়াবে। হেকমতের খাস লোক।

প্রথম সেজদা পর্যন্ত।

২৬

সন্ধ্যা

হামিদা নামাজে দাঁড়িয়েছেন। ছোট মেয়েটা এসে মায়ের পাশে নামাজে দাঁড়াল। ঘেটুপুত্র উঁকি দিচ্ছে। ময়না এসে থাপ্পড় দিল।

ময়না : যাও ঘরে যাও।

২৭

সন্ধ্যা

ময়না তার হাত ধুয়ে নামাজে দাঁড়াল। ময়নার পেছনে মেয়েরা।

২৮

রাত

বাদ্যযন্ত্রীরা যন্ত্র ঠিকঠাক করছে। কমলার বাবা কমলাকে সাজাচ্ছেন।

২৯

রাত

মাওলানা মেত হাতে বসেছেন। ফুলরাণীকে সিপারায় সবক দিচ্ছেন। তার সামনে রেল। রেলে সিপারা। ফুলরাণী ঝুঁকে ঝুঁকে পড়ছে।

৩০

রাত

গানের আসর বসেছে। হেকমত গান শুনছেন। পায়ে নূপুর দিয়ে গান শুরু হলো। গান আড়াল থেকে দেখতে এসেছে আর্টিস্ট। নুরু তাকে হাত ধরে সরিয়ে দিল।

(দ্বিতীয় গান)
বাজে বংশী
রাজহংসী
নাচে দুলিয়া পেখম মেলিয়া
ঝুমুর ঝুমুর ঝুম
আহা ঝুমুর ঝুমুর ঝুম।

রাজহংসীর চোখ কালো
তারে দেখে লাগল ভালো
সে বিহনে জগৎ কালো
সবই অন্ধকার
তার নাচে ভুবন নাচে
আহা কী বাহার !

ঝুমুর ঝুমুর ঝুম
আহা ঝুমুর ঝুমুর ঝুম।

তারে তুমি কইও গিয়া
বিষ্যুদবারে তাহার বিয়া
আমরা যাব পানশি নিয়া
শনির হাওর পাড়ি দিয়া

চিত্রনাট্য
AMARBOI.COM

[গান চলার
মাঝখানে বাদ্য-
বাজনার ধুম।
সহিসের দৃশ্য। সে
ঘোড়াকে ঝুমুর
ঝুমুর ঝুম নাচ
দেখাচ্ছে।]

আহা ঝুমুর ঝুমুর
ঝুম।

[নুরু ট্রেতে একটা গ্লাস সামনে রাখল।]

হেকমত : ড্যান্স মাস্টার কে ?

ড্যান্স : জনাব আমি।

হেকমত : নাচ তো ভালো শিখে নাই। হাত নাড়তেছে। কোমর দুলে না। নাচ থাকে কোমরে।

ড্যান্স : এখনো শিখার মধ্যে আছে।

হেকমত : আচ্ছা ঠিক আছে।

[রেশমি রুমাল খুলে তিনটে রুপার টাকা দিলেন।]

হেকমত : তোমার সঙ্গে যত টাকার চুক্তি হয়েছে– এই টাকা তার বাইরে। বখশিশ। মাঝে মধ্যেই বখশিশ পাইবা।

ড্যান্স : কমলা চৌধরী সাবরে কদমবুসি কর।

[কমলা কদমবুসি করল। হেকমত তার মুখ ধরলেন।]

হেকমত : সাজাইছে কে ?

ড্যান্স : জনাব আমি।

হেকমত : সাজ ঠিক হয় নাই, কাজল ল্যাটায়া আছে। আমার স্ত্রীর কাছে পাঠায়া দিবা। সে সাজায়ে দিবে।

ড্যান্স : অবশ্যই। এখনই পাঠাইতেছি।

৩১

রাত

আড়াল থেকে দেখছে ফুলরাণী। তার মা কমলাকে সাজাচ্ছে।

৩২

রাত

শোবার ঘরে হেকমত। পান খাচ্ছেন। হুক্কা টানছেন। মাথার উপরে পাংখা ঘুরছে। পাংখাপুলার বসা। সে দড়ি টানছে। নুরু কমলাকে ঘরে দাঁড়া করিয়ে চলে গেল।

হেকমত : রশিদ আইজ দখিনা বাতাস ছাড়ছে। তোমারে প্রয়োজন নাই। তুমি চলে যাও।

[রশিদ চলে গেল। হেকমত ইশারায় ছেলেকে ডাকল। ছেলে কাছে এসে দাঁড়াল।]

হেকমত : আমারে ভয় পাওয়ার কিছু নাই। ভয় পাবা না।

[ছেলে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল। হেকমত গালে হাত রাখল। সেই হাত এসে পেছনে স্থির হলো।]

হেকমত : পায়জামা খোল। গরমের মধ্যে কাপড়চোপড় যত কম থাকে ভালো।

[কমলা পায়জামার ফিতা খুলতে চেষ্টা করছে। আন্ধা গিট্টু লেগে গেছে, ফিতা খোলা যাচ্ছে না।]

৩৩

রাত

পাশের ঘরেই হামিদা তার মেয়েকে নিয়ে শুয়েছেন।

ফুলরাণী : মা ঐটা ছেলে না মেয়ে ?

হামিদা : ছেলে। ঘেটু ছেলে। খারাপ ছেলে। এর সাথে কথা বলবা না। এর থাইক্যা দূরে থাকবা।

ফুলরাণী : খারাপ ছেলে কী জন্যে সে কী করেছে ?

হামিদা : এইসব তোমার জানার প্রয়োজন নাই। সবকিছু জানতে হয় না।

[মা'র কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কমলার চিৎকার করে কান্নার শব্দ পাওয়া গেল।]

ফুলরাণী : কে কান্দে মা ? মা কে কান্দে ?

[মা দু'হাতে মেয়ের কান চেপে ধরলেন।]

AMARBOI.COM

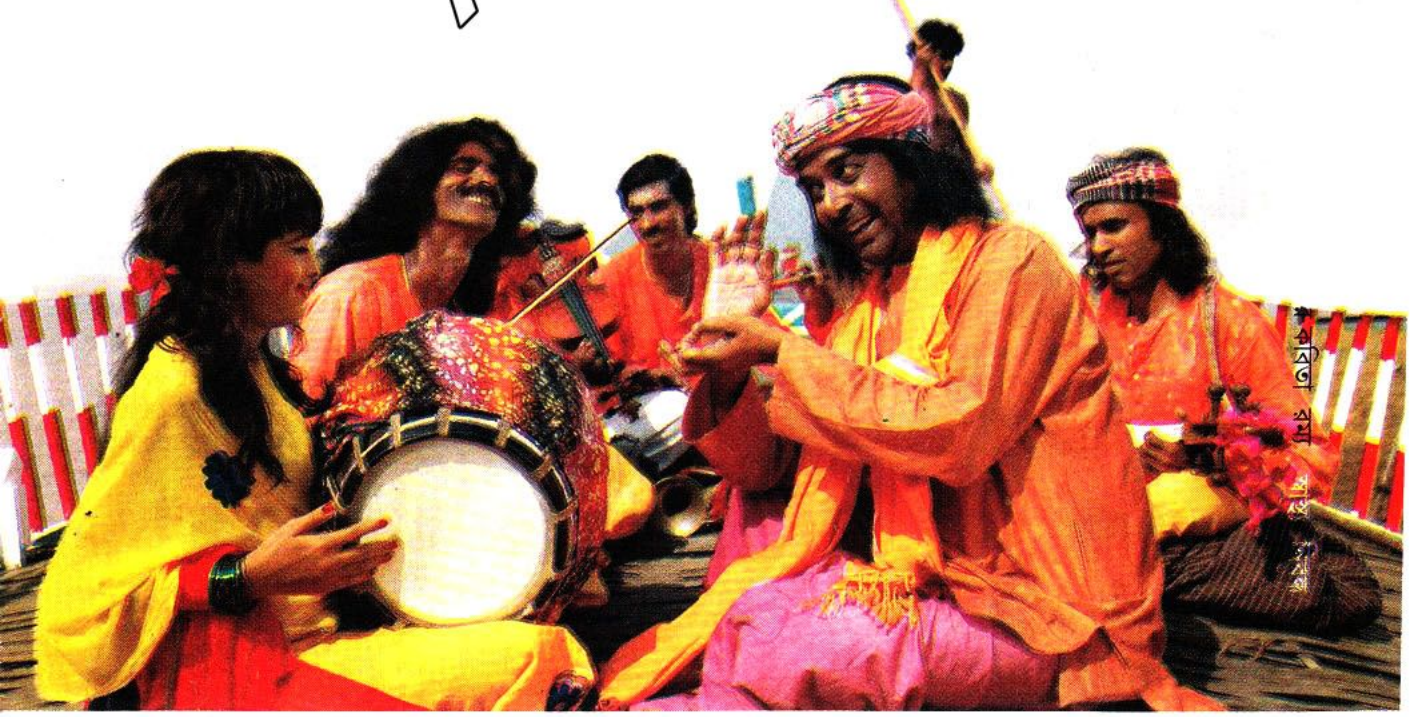

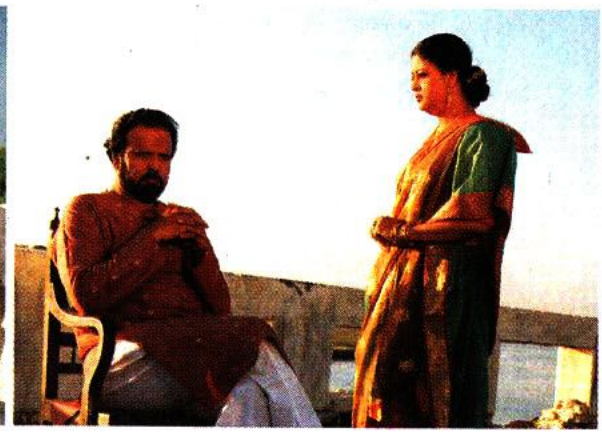

৩৪

রাত

চিৎকার শুনে আর্টিস্ট বের হয়ে এসেছে। এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। বাদ্যযন্ত্রীরা চিৎকারের মাঝখানেই বাজনা ধরল। আর্টিস্ট উঁকি দিয়ে দেখে যন্ত্রীরা বাজাচ্ছে, সেখানে কমলা নেই।

৩৫

ভোর

ফুলরাণী মাওলানার কাছ থেকে আমপারা সবক নিচ্ছে।

৩৬

ভোর

কমলা বাবাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। বাবা তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

বাবা : মাত্র তিনটা মাস বাবা। কত টেকা পয়সা নিয়া ঘরে যাব। নতুন টিনের ঘর তুলব। তিন মাস দেখতে দেখতে চইলা যাবে।

[বাবা পাখা দিয়ে ছেলেকে হাওয়া করছেন।]

[ছেলে এখান থেকে Flash back-এর একটি দৃশ্য দেখবে।]

৩৭

দিন

Flash back

কমলার মা কাঁদছে। ছেলেকে বিদায় দিচ্ছে।

মা : বাপধন। লক্ষ্মী বাপধন। আমার দিকে চা। একবার চা। চানমুখটা দেহি।

[ছেলে তাকাচ্ছে না। মা হাত দিয়ে মুখ তুলল।]

মা : ভাতের অভাব বড় কঠিন অভাব বাপধন। ভাতের অভাবে এই কাজে মত দিছি। তোর কাছে মাফ চাই। আমারে মাফ দে। মাফ দে।

[ছেলে তাকিয়ে আছে। মা ছেলের হাত ধরে নিজের গালে থাপ্পড় দিয়ে কেঁদে উঠল। ছেলে তাকালো ঘরের দিকে। তার ছোটবোন ময়না দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে।]

৩৮

দিন

দ্বিতীয় Flash back

বৃষ্টি হচ্ছে। দুই ভাইবোন বৃষ্টিতে ভিজছে। দু'জনের হাতেই কঞ্চি। কঞ্চি দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছে।

৩৯

দিন

Flash back-এর সমাপ্তি। ছেলে বাবার পাশ থেকে উঠে দাঁড়াল।

বাবা : কই যাস ?

[ছেলে জবাব দিল না।]

৪০

দিন

কমলা বাড়ির বাইরে। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। সে একা একা একটা কঞ্চি নিয়ে যুদ্ধ খেলছে। জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখছে ফুলরাণী। সে খুব মজা পাচ্ছে। ফুলরাণীর মা হামিদাও দেখলেন। তাঁর মুখ কঠিন।

৪১

দিন

ঘাটে আর্টিস্ট বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। তার ছবি আঁকার খাতা, রং ছাতা দিয়ে ঢাকা। কঞ্চি দিয়ে খেলতে খেলতে কমলা আর্টিস্টের সামনে এসে দাঁড়াল।

আর্টিস্ট : জহির ভালো আছ ?

চিত্রনাট্য
AMARBOI.COM

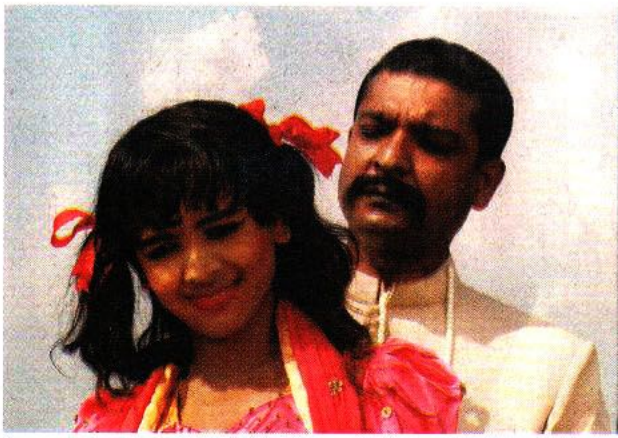

৪২

দিন

হামিদা দাসি ময়নার ঘরে ঢুকলেন। নিজেই দরজা বন্ধ করলেন।

হামিদা : ঘেটু পুলা প্রায়ই ছাদে হাঁটাহাঁটি করে। সুবিধামতো তারে ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলতে পারবা ?

[ময়না জবাব দিল না। চুপ করে আছে। হামিদা হাত থেকে ভারী দু'টা বালা খুলে সামনে রাখলেন। আঁচল খুলে ১০০০ টাকা সামনে রাখলেন। ময়না টাকা এবং গয়না হাতে নিল।]

হামিদা : সুযোগ সুবিধামতো কাজটা করবা। কোনো তাড়া নাই।

[হামিদা বের হয়ে গেল। দাসি সিন্দুকে টাকা এবং গয়না রাখল।]

[ফুলি ঢুকল।]

ফুলরাণী : ময়না খালা। ঐটা ছেলে না মেয়ে ?

ময়না : ঐটা হইল ঘেঁটু। তোর মা'র হতীন। বুঝছ কিছু ?

ফুলরাণী : না।

ময়না : না বুঝলে নাই আর ভাঙায়া বলতে পারব না।

৪৩

দিন

চৌধুরী সাহেব মেয়ে ফুলরাণীকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়েছেন। তাঁর দল সঙ্গে আছে।

চৌধুরী : তোমরা আসবা না। আমি মেয়েরে নিয়া একা ঘুরব।

[হাঁটা শুরু করেছেন।]

চৌধুরী : গোল্লা খাইবা মা ?

মেয়ে : খাব।

চৌধুরী : চল যাই, আজ তোমার গোল্লা খাওয়ার দিন।

মেয়ে : বাপজান! কমলা মেয়ে সাজে কী জন্যে ?

চৌধুরী : এইটাই তার কাজ। সে মানুষরে আনন্দ দেয়। গান-নাচ করে।

মেয়ে : আমি গান-নাচ শিখব। সবেরে আনন্দ দিব।

চৌধুরী : সব কাজ সবের জন্যে না। একেক জনের একেক কাজ। আমি কি গোল্লা বানাই ? গোল্লা বানায় ময়রা।

[বটগাছের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বটগাছের নিচে দু'জন দাবা খেলছে। তারা চৌধুরীকে দেখে উঠে দাঁড়াল।]

একজন : চৌধুরী সাব আসসালামু আলায়কুম।

চৌধুরী : ওয়ালাইকুম সালাম। দাবা চলতেছে ?

একজন : জি। কী করব পানিবন্দি। দিন রাইত দাবা খেলি। কবে যে পানি নামব। আপনে যান কই ?

চৌধুরী : মেয়েরে গোল্লা খাওয়াইতে যাই।

[দাবা খেলা চলছে।]

[একদল তাস খেলছিল। চৌধুরীকে দেখে তাস লুকিয়ে ফেলল।]

৪৪

দিন

ময়রার ঘরের সামনে। ময়রা মাটির হাঁড়িভর্তি রসগোল-া নিয়ে দাঁড়িয়ে।

চৌধুরী : মা হা কর। আমি মুখে দিয়া দিব। চৌধুরী মুখে দিয়েই বললেন–ফেল ফেল ফেল। [ফুলরানী ভীত মুখের গোল্লা ফেলে দিল।]

চৌধুরী : বিসমিল্লাহ না বইলাই খাইতে শুরু করলা! বলো বিসমিল্লাহ।

ফুলরাণী : বিছমিল্লাহ।

[চৌধুরী মেয়ের মুখে মিষ্টি দিচ্ছেন। আরো কিছু ছেলেমেয়ে দেখা গেল।

চৌধুরী : এই তোরা কাছে আয়, গোল্লা খায়া যা। [তারা এগিয়ে এল। চৌধুরী প্রত্যেকের মুখে রসগোল্লা দিচ্ছেন।]

[জেলে বিশাল সাইজের বোয়াল মাছ এনেছে।]

AMARBOI.COM

চিত্রনাট্য

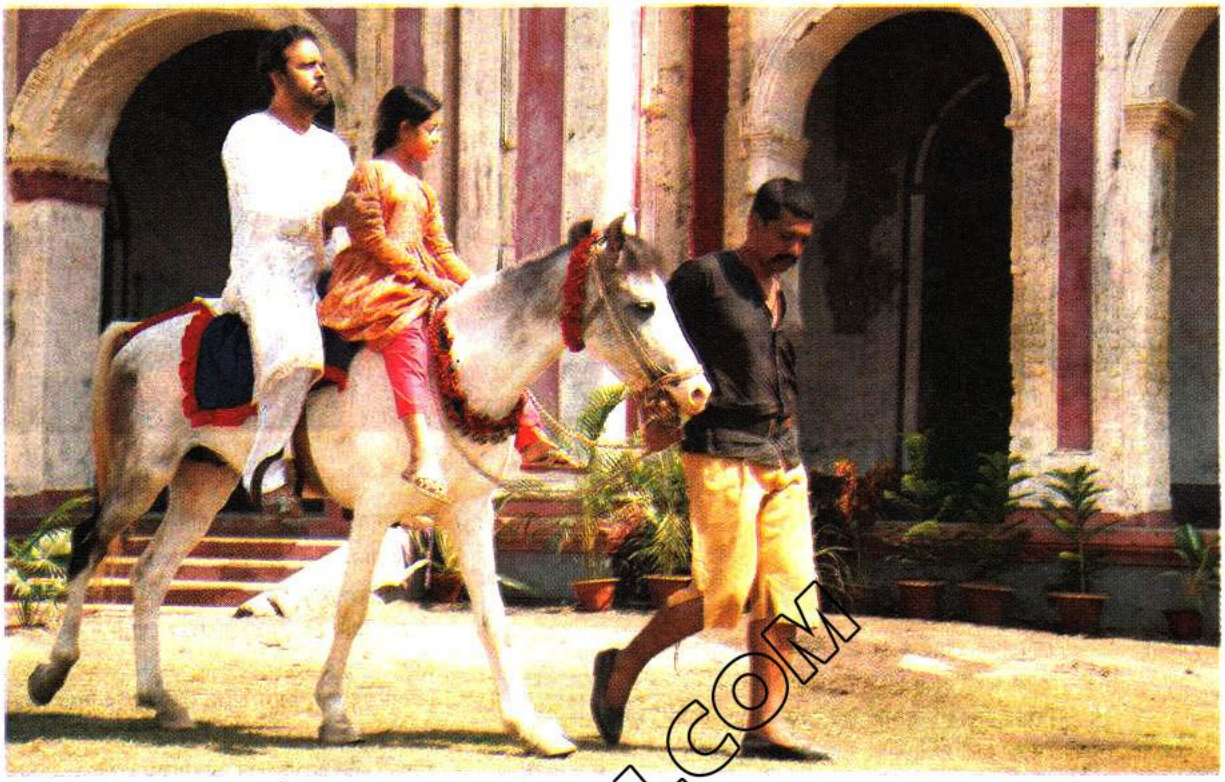

জেলে : চৌধুরী সাব! মাছ দিয়া আসব ?

চৌধুরী : হুঁ।

[চৌধুরী রুপার টাকা বের করে দিল।]

ফুলরাণী : আব্বা আমি দেই, আমি দেই।

[মেয়ের হাতে বাবা টাকা দিল। মেয়ে মাছওয়ালাকে টাকা দিল। মাছওয়ালা মেয়েকে সালাম করল ও বাবাকে সালাম করল। মাছ নিয়ে বাড়ির দিকে দিতে গেল।]

৪৫

দিন

ড্যান্সমাস্টার এবং যন্ত্রী দল। ছেলেকে নাচে তালিম দিচ্ছে।

(গান)

যমুনার জল দেখতে কালো।
ছান করিতে লাগে ভালো।
যৌবন মিশিয়া গেল জলে...

[ঘোড়ার সহিসও ঘোড়াকে নাচ দেখাচ্ছে।]

৪৬

রাত

হামিদা কমলাকে সাজিয়ে দিচ্ছেন।

৪৭

রাত

কমলা চৌধুরী সাহেবের ঘরে ঢুকল। পাংখাপুলার বের হয়ে এসে দরজা বন্ধ করে দিল।

৪৮

রাত

যন্ত্রীরা গানের অংশ বাজিয়ে যাচ্ছে।

৪৯

দিন

চৌধুরী সাহেব তাঁর বাড়ির চারদিকে ঘুরতে বের হয়েছেন। একজন মাথার উপর ছাতি ধরে আছে। একজনের সঙ্গে হুক্কা আছে। বড় পাখাও আছে।

চৌধুরী : হাওরের পানি মনে হয় কমতে শুরু করছে।

নুরু : জে। বেজায় টান দিছে। এ বছর অল্পদিনেই পানি নাইমা যাবে।

[চৌধুরীর চোখ পড়ল বেদে বহরের দিকে।]

চৌধুরী : বেদের নৌকা আসছে না-কি ?

নুরু : জি।

চৌধুরী : বেদে সর্দাররে ডাক দিয়া আন।

AMARBOI.COM

[নুরু ছুটে গেল। চৌধুরী ঘাটে বসলেন। তাঁকে হুক্কা দেওয়া হলো। একজন বাতাস করছে।]

চৌধুরী মিঠা দক্ষিণা বাতাস ছাড়ছে তুমি আবার পাংখা নাড়ানাড়ি করতেছ কেন ?
অকারণে বিরক্ত করবে না।
[বেদে সর্দার উপস্থিত। পা ছুঁয়ে সালাম করল। বেদে সর্দারের সঙ্গে দু'জন বেদিনি। এদের মাথায় সাপের ঝুড়ি।]

চৌধুরী : নাম কী ?

সর্দার : কালু সর্দার।

চৌধুরী : তোমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে আস-এতে আমার কোনো বাধা নাই। সুযোগ-সুবিধা মতো তোমরা চুরি করো এতেও আমার বাধা নাই। চোরের পেটেও ভাত প্রয়োজন কিন্তু মেয়েছেলে নিয়া তোমরা যা করো এটা ঠিক না।

কালু সর্দার : হুজুর আমরা এমন করি না। আমার দলে অল্প বয়েসি মেয়েছেলেই নাই, সব আধা বুড়া।
[অতি অল্পবয়সী বেদিনী খিলখিল করে হেসে উঠল।]

চৌধুরী : তোমার নাম কী ?

পদ্ম : পদ্ম।

চৌধুরী : তোমরা কয়জন ?

পদ্ম : বেশি না। খাড়ান হিসাব করি। এই ধরেন চাইরজন। আমরা চাইরজনই আধাবুড়া (হি হি হাসি)

চৌধুরী : কালু সর্দার।

সর্দার : জি জনাব।

চৌধুরী : আমি আমার অঞ্চলে অনাচার সহ্য করি না। তোমরা সইন্ধ্যার আগেই নাও নিয়া বিদায় হবা।
[ফুলরাণী ছুটতে ছুটতে আসছে]

চৌধুরী : ঘটনা কী ?

ফুলরাণী : বাপজান সাপের খেলা দেখব।

চৌধুরী : সর্দার আমার মেয়েকে সাপের খেলা দেখাও। এইখানে না। বাড়ির ভিতরে যাও। বাড়ির মেয়েছেলেরা দেখুক।
[মানিব্যাগ বের করে টাকা দিয়ে উঠে গেল।]

৫০
দিন

ফুলরাণী ছুটে ঘরের ভেতর ঢুকে গেল।

ফুলরাণী : সাপের খেলা। সাপের খেলা।

৫১
দিন

কমলা রেলিং ধরে দুই হাত দুই দিকে দিয়ে হাঁটছে। তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ময়না। ময়নার ভাবভঙ্গিতেই বুঝা যাচ্ছে সে ধাক্কা দিয়ে ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সে কমলার কাছাকাছি উপস্থিত হতেই ঢুকবে ফুলরাণী।

ফুলরাণী : এই সাপের খেলা দেখবা ?
[ফুলরাণী কমলার হাত ধরল]

ফুলরাণী : আস সাপের খেলা দেখি।

ময়না : এর হাত ছাড়। ছাড় বললাম।

ফুলরাণী : আমার সাথে চউখ গরম কইরা কথা বলবা না। চোখ ঠান্ডা কইরা কথা বলবা।
[ফুলরাণী কমলাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।
ময়না দেয়ালে পানের পিক ফেলল। টকটকে লাল রঙ।]

৫২
দিন

সাপের খেলা হচ্ছে। ফুলরাণী এবং কমলা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। একজন এসে কমলার হাত ধরে তাকে অন্যদিকে দাঁড়া করিয়ে দিল। ফুলরাণী সঙ্গে সঙ্গেই তার পাশে এসে দাঁড়াল।

৫৩
দিন

চৌধুরী সাহেব দলবল নিয়ে বটগাছের নিচে এসেছেন। অঞ্চলের দু'জন বিশিষ্ট মানুষ এসেছেন। তারা বটগাছের নিচে দাবা খেলছিলেন। চৌধুরীকে দেখে এগিয়ে এলেন।

হাজি সুলায়মান : চৌধুরী সাহেব আসসালামু আলায়কুম।

চৌধুরী : ওয়ালাইকুম সালাম।

সুলায়মান : হাওরের পানি নাইম্যা যাইতেছে আমোদ ফুর্তি কিছুই হইল না। যাত্রা নাই, নৌকা বাইচ নাই, ষাড়ের আড়ং নাই।

চৌধুরী : ব্যবস্থা করেন। খরচ যা লাগে দিব। দাবা খেলা চলতেছে ?

সুলায়মান : আর কী করব কন ? সময় কাটে না।

চৌধুরী : দেখি খেলি এক দান। নুরু যাও আমার দাবা নিয়া আস।
[নুরু দৌড়ে যাচ্ছে।]

৫৪
দিন

দাবার বোর্ড। বসার চেয়ার মাথায় নিয়ে দু'জন আসছে।

৫৫
দিন

অতি দামি দাবার বোর্ডে খেলা শুরু হয়েছে। এক দিকে চৌধুরী অন্যদিকে বাকি দু'জন। তারা পরামর্শ করে চাল দিচ্ছে।

৫৬
দিন

ফুলরাণী এবং কমলা পানিতে পা ডুবিয়ে বসে আছে।

ফুলরাণী : তুমি কঞ্চি হাতে নিয়া বৃষ্টির মধ্যে কী করো ?

AMARBOI.COM

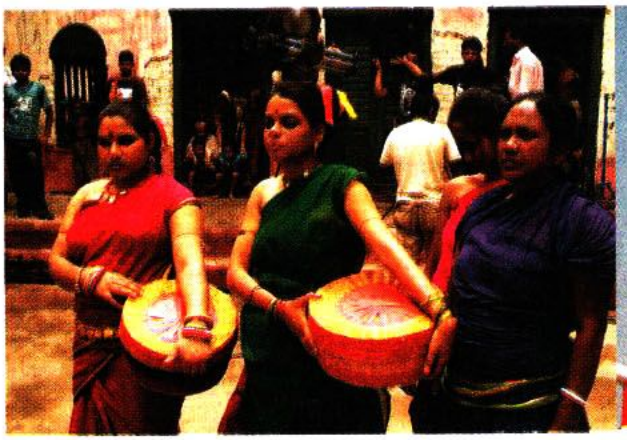

কমলা : খেলি।
ফুলরাণী : কী খেল ?
কমলা : যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।
ফুলরাণী : আমার সঙ্গে খেলবা ?
কমলা : বৃষ্টি নামুক। বৃষ্টি নামলে খেলব।

৫৭
দিন

দুইজন যে গল্প করছে এই দৃশ্যটি ময়না জানালা দিয়ে হামিদাকে দেখাচ্ছে।

৫৮
দিন

দাবা খেলা শেষ পর্যায়ে।
সুলায়মান : কিস্তি।
[সুলায়মান জিভে কামড় দিলেন।]
চৌধুরী : ভালো খেলছ।
সুলায়মান : ঘোড়ার চালটা না দিলে আপনি জিততেন।
চৌধুরী : হুঁ।
সুলায়মান : কিছু মনে নিয়েন না চৌধুরী সাব।

৫৯
দিন

ছবি আঁকা হচ্ছে।
চৌধুরী : নাম যেন কী ? আমার নাম মনে থাকে না।
শাহ আলম : শাহ আলম।
চৌধুরী : শাহ আলম, সময় কিন্তু শেষ। হাওরের পানিতে টান পড়েছে।
শাহ আলম : জানি।
চৌধুরী : তোমরা উজানের লোক, কিছুই জানো না। ঠিকমতো টান পড়লে একদিনে পানি শেষ। খাওয়া খাদ্য ঠিকমতো পাও ?
শাহ আলম : জ্বে পাই।
চৌধুরী : ছবি ঠিকঠাক আসবে তো ?
শাহ আলম : হুঁ।

৬০
দিন

কমলার মা ও মেয়ে নৌকায়। হাওরে নৌকা।
মেয়ে : মা আমরা কি ঐ বাড়িত এক রাইত থাকব ?
কমলার মা : তোর বাপ যদি থাকতে দেয় থাকব।
মেয়ে : বাপজান দিবে ?
কমলার মা : দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললেন।
[মাঝি গানে টান দিল।]
কমলার মা : মাঝি গান বন্ধ। গান আমার অসহ্য লাগে।
[মাঝি গান বন্ধ করল।]

৬১
দিন

বাদ্যযন্ত্রীরা বসে আছে। নুরু ঢুকল।
নুরু : ড্যান্সমাস্টার। ঘাটে আপনার পরিবার আসছে। যান– এক কথায় বিদায় করবেন।
[ড্যান্সমাস্টার চলে গেল।]
নুরু : গোষ্ঠী শুদ্ধা চইলা আসছে। এর পরে দেখা যাবে শ্বশুর-শাশুড়িও আসছে।
[সবাই হেসে উঠল।]

৬২
দিন

মা মেয়ে এবং ড্যান্সমাস্টার।
ড্যান্সমাস্টার : তোমার কি মাথা ফর্টিনাইন হইছে ? কী মনে কইরা আসলা ?

AMARBOI.COM

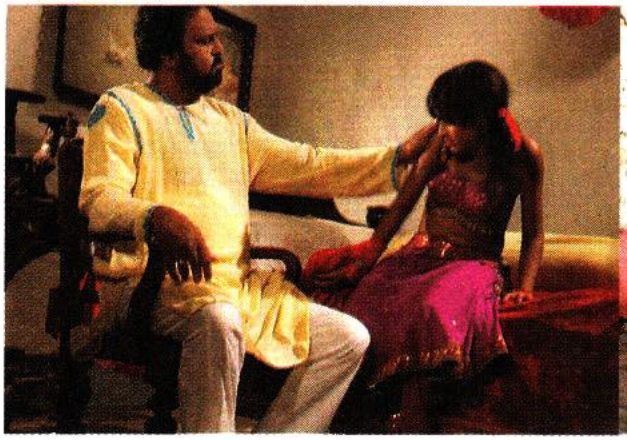
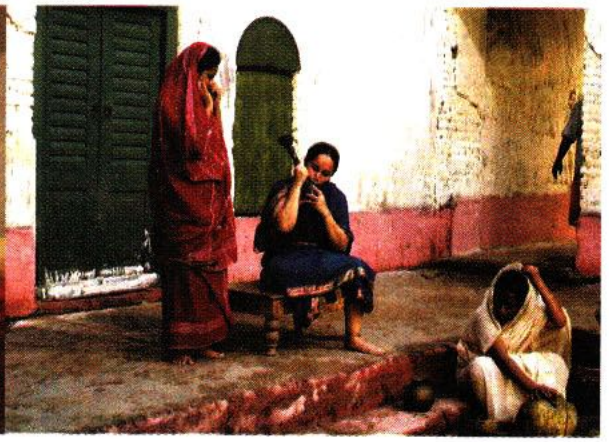

মা : ছেলেটার জন্যে পেট পুড়ে।

ড্যান্সমাস্টার : পেট পুড়লে হাওরে পেট ডুবাইয়া বাইসা থাকবা। যাও নাওয়ে উঠ। উঠ বললাম।

মা : পুলাটারে এক নজর দেখব না ?

ড্যান্সমাস্টার : এক নজর কেন ? দুই নজর দেখবা। পানি নামলেই পুলা নিয়া ফিরব। ধর এই টেকা গুলান রাখ– রুপার ভিক্টোরিয়া টেকা সাবধান!

মেয়ে : বাজান, ভাইজানের জন্যে বাতাসা আনছিলাম। [ড্যান্সমাস্টার বাতাসা নিল। একটা মুখে দিয়ে চিবাচ্ছে।]

ড্যান্সমাস্টার : যাও নাওয়ে উঠ, দেরি করবা না।

৬৩

দিন

নৌকায় ফিরে যাচ্ছে মা এবং মেয়ে। মা রুপার টাকা দেখছে দেখতে–

মা : হায়রে টেকা– হায়রে রুপার টেকা!

৬৪

দিন

বাদ্যবাজনার দল খেতে বসেছে। বিশাল খানায়। প্রত্যেকের সামনে বিশাল মাছের মাথা।

কমলার বাবা : খাওয়া খাদ্যে একটা আরাম করলাম সারা জীবন মনে থাকব।

আরেকজন : আরামের দিন তো ফুরাইল। হাওরের পানি নামতেছে।

অন্যজন : এমন ভালো খানা বেহেশতেও আছে কি না আমার সন্দেহ।

কমলার বাবা : বেহশতে ফলমূল। মাছ মাংস নাই। [কমলা উঁকি দিন।]

বাবা : কমলা কাছে আস। নবীনগরের বাতাসা তোমার মা পাঠাইছে। আরাম কইরা খাও। দেও একটা মুখে দেও। [কমলা একটা বাতাসা মুখে দিয়ে ঘর থেকে বের হলো।]

৬৫

দিন

ফুলরাণীর খেলার ঘর। ফুলরাণী খেলছে। পুতুল নিয়ে খেলা। পুতুলকে দিয়ে সে নাচাচ্ছে এবং ঘেটু গান করছে।

যমুনার জল দেখতে কালো
ছান করিতে লাগে ভালো
যৌবন মিশিয়া গেল জলে।

.....

কমলা নিঃশব্দে তার পেছন থেকে বাতাসার ঠোঙ্গাটা দিয়ে চলে এল। ফুলরাণী কিছু বুঝতে পারল না। সে খেলেই যাচ্ছে।

৬৬

রাত

হামিদা কমলাকে সাজাচ্ছে। সাজানো শেষ হলো।

হামিদা : হা কর। [কমলা হা করল।]

হামিদা : আরো বড় কইরা হা কর। [কমলা আরো বড় করে হা করল। হামিদা হা করা মুখে থুথু দিয়ে বলল–]

হামিদা : এখন যা নাচানাচি কর গা। [কমলা চলে যাচ্ছে। চোখ মুছছে।]

ঢুকল ফুলরাণী

ফুলরাণী : মা আমারেও সাজায়া দেও।

[মা হাত ভর্তি কাজল নিয়ে ফুলরাণীর সারা মুখে মাখাতে লাগলেন।]

হামিদা : মেয়েছেলের এইটাই আসল সাজ। সারা জীবন মুখে কালি।

AMARBOI.COM

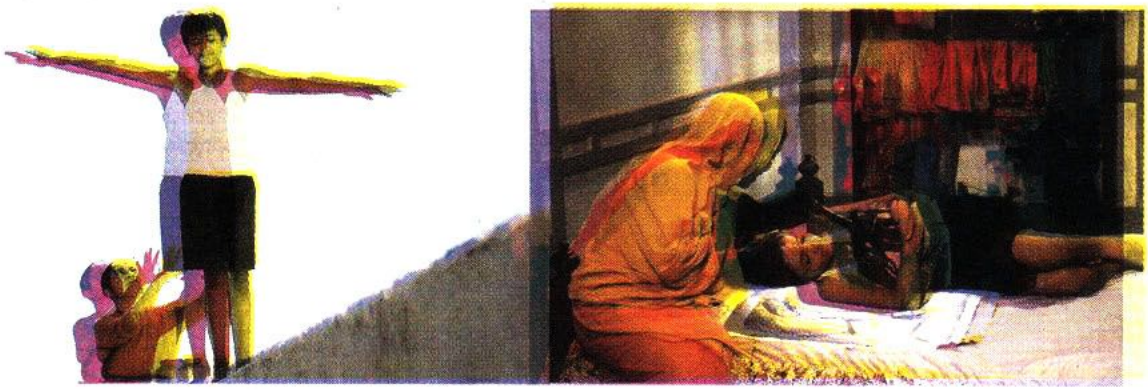

৬৭

রাত

গানের আসর বসেছে। চৌধুরী সাহেব গান শুনছেন। নাচ চলবে।

মূল গায়েন : যমুনার জল দেখতে কেমুন গো ?

যন্ত্রী : দেখতে কালো।

মূল গায়েন : যমুনার জলে কে ছান করতে গেছে ?

যন্ত্রী : কমলা রানী।

মূল গায়েন : কমলা রানীর পিন্দনে কি শাড়ি আছে ?

যন্ত্রী : না। শাড়ি তো দূরের কথা। একটা সুতাও নাই।

(গান)

যমুনার জল দেখতে কালো
ছান করিতে লাগে ভালো।
যৌবন ভাসিয়া গেল জলে।

৬৮

দাসিরা আছে। ময়না আছে। একজন দাসি গানের তালে নাচার ভঙ্গি করতেই ময়না হাতের ইশারায় কাছে ডাকল। দাসি এগিয়ে এল। তার গালে চড়। ময়না ইশারায় পানি আনতে বলল। পানি আনা হলো। হাত ধোয়া হলো।

৬৯

দিন

ফুলরাণী মাওলানার কাছে পড়ছে আমপারা। মাওলানার সামনে গ্লাস ভর্তি দুধ। তিনি মাঝে মাঝে দুধের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছেন। কমলা দূর থেকে দৃশ্যটা দেখছে। মাওলানা বেত দিয়ে ইশারায় তাকে কাছে ডাকলেন। সে কাছে এসেছে।

মাওলানা : আল্লাহ খোদার নাম নেওয়া যেখানে হয় তার থেকে দূরে থাকবা। ইয়াদ থাকবে ?

কমলা : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল)

মাওলানা : ইয়াদ যেন থাকে সেই ব্যবস্থা করি ?

কমলা : (হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল)

মাওলানা : হাত মেল।

[মাওলানা বেত দিয়ে কমলাকে মারছেন। কমলা হাত সরিয়ে নিচ্চে না।]

ফুলরাণী : আমি আপনার কাছে পড়ব না। আপনি খারাপ।

[ফুলরাণী দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে মাওলানার মুখে ছুড়ে মারল। এবং চলে গেল। মাওলানার দাড়ি বেয়ে টপটপ করে দুধ পড়ছে। কমলা হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। সে নড়ছে না।]

৭০

দিন

কমলা Flash back-এ চলে গেল। তাদের গ্রামের মাওলানা এবং তার মা। মাওলানা কথা বলছেন। ঘোমটার আড়ালে তার মা।

মাওলানা : যে ছেলেরে আমি মসজিদে কোরান মজিদে সবক দিয়েছি তারে আপনি ঘেটু বানায়াছেন।

মা : ঘরে ভাত নাই মাওলানা সাহেব। ছেলের বাপ কোনো কাজ জানে না। আমরা না খায়া আছি।

মাওলানা : রোজ হাশরে আল্লাহপাকরে কী জবাব দিবেন ?

[মা কাঁদছে।]

মাওলানা : দুইটা ভাতের জন্যে দোজখের আগুন। অনন্তকাল আগুন। আহারে আফসোস।

৭১

দিন

Flash back-এর সমাপ্তি। এখনো কমলা হাত মেলে আছে। হাতে দাগ বসে আছে।

মাওলানা : তোর যে মেরেছি চৌধুরী সাহেবরে বলিস না।

[মাওলানা চলে গেলেন। ছেলে এখনো হাত মেলে আছে।]

৭২

দিন

আর্টিস্ট ও চৌধুরী।

চৌধুরী : তোমার সামনে বসতে বসতে আমি অস্থির হইলাম। আর তো পারব না। ছবি কতদূর ?

শাহ আলম : শেষ হইয়া আসছে।

চৌধুরী : পানি দিছে টান। যেদিন পানি নাই, তুমিও নাই। বুঝছ ?

শাহ আলম : জি।

AMARBOI.COM

চৌধুরী : দেখি কী ঘোড়ার ডিম আঁকছ।
[আর্টিস্ট ছবি দেখাল।]
চৌধুরী : যাও আইজ এই পর্যন্ত। ড্যান্সমাস্টাররে ডাক দেও।
[ড্যান্সমাস্টার ঢুকল।]
চৌধুরী : এইটা একটা বাঁশি, বাজানোর কায়দা জানি না। তোমার দলের কেউ বাজাতে পারবে ?
[ড্যান্সমাস্টার কিছু চেষ্টা করেই বাঁশি বাজাল।]
চৌধুরী : বাহ! সুন্দর বাজায়েছ। যাও নিয়া যাও।
ড্যান্স মাস্টার : নিয়া যাব ?
চৌধুরী : হুঁ। তোমারে দিলাম।
[চৌধুরী উঠে চলে গেলেন।]

৭৩
দিন

হামিদা এবং ময়না।
হামিদা : কাজটা কবে করবা ?
ময়না : আমি চেষ্টায় আছি। যখনই যাই ফুলরাণী উপস্থিত হয়। ঘেটুপুলা এখন ছাদে আছে। আপনে মেয়েরে আটকায়া রাখেন।

৭৪
দিন

কমলা ছাদের রেলিং-এর উপর হাঁটছে। তার চোখ বন্ধ

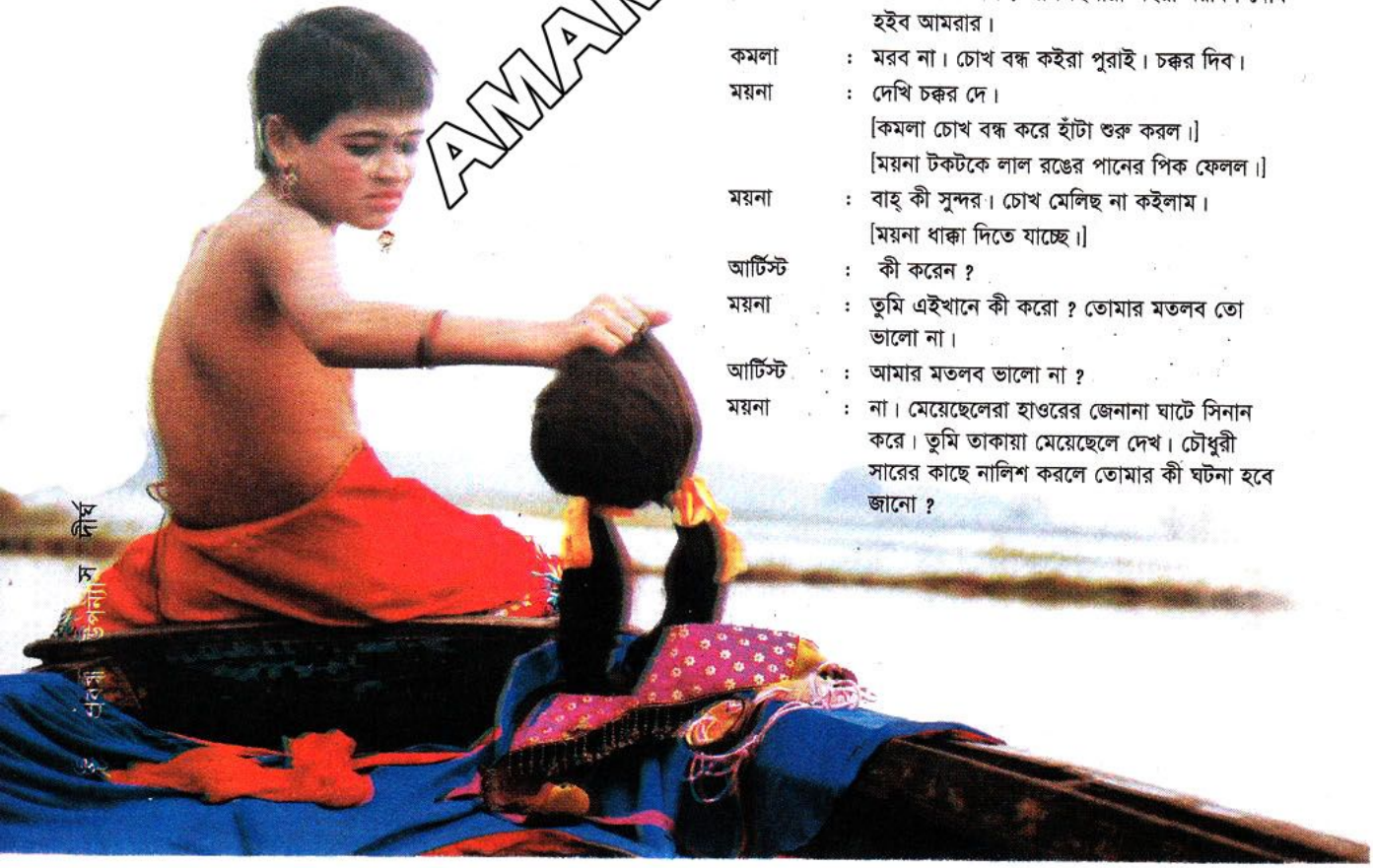

৭৫
দিন

ফুলরাণীকে বিছানায় শুইয়ে মা গায়ে চাদর টেনে দিলেন।
মা : ঘুমাও।
ফুল : এখন ঘুমাব ?
মা : সারা দিন টু টু কইরা ঘুর আমার ভালো লাগে না।
মা দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন।

৭৬
দিন

ময়না ছাদে ঢোকার মুখে পানের পিক ফেলল। লাল টকটকা পিক।

৭৭
দিন

কমলা ছাদের রেলিং-এ হাঁটছে, এখান থেকে সে ফ্ল্যাশ-ব্যাকে গেল।

৭৮
দিন

Flash back। কমলাদের বাড়ির কাছে একটা বটগাছের ডাল অনেক দূর পানির ভিতর গিয়েছে। সে এবং তার বোন সেই বট গাছের ডালে হাঁটছে। চোখ বন্ধ করে।

৭৯
দিন

Flash back-এর সমাপ্তি। কমলা চোখ মেলে ময়নাকে দেখল।
ময়না : কী খেলা খেলস ? পা পিছলায়া পইরা মরবি। দোষ হইব আমরার।
কমলা : মরব না। চোখ বন্ধ কইরা পুরাই। চক্কর দিব।
ময়না : দেখি চক্কর দে।
[কমলা চোখ বন্ধ করে হাঁটা শুরু করল।]
[ময়না টকটকে লাল রঙের পানের পিক ফেলল।]
ময়না : বাহ্ কী সুন্দর। চোখ মেলিছ না কইলাম।
[ময়না ধাক্কা দিতে যাচ্ছে।]
আর্টিস্ট : কী করেন ?
ময়না : তুমি এইখানে কী করো ? তোমার মতলব তো ভালো না।
আর্টিস্ট : আমার মতলব ভালো না ?
ময়না : না। মেয়েছেলেরা হাওরের জেনানা ঘাটে সিনান করে। তুমি তাকায়া মেয়েছেলে দেখ। চৌধুরী সারের কাছে নালিশ করলে তোমার কী ঘটনা হবে জানো ?

AMARBOI.COM

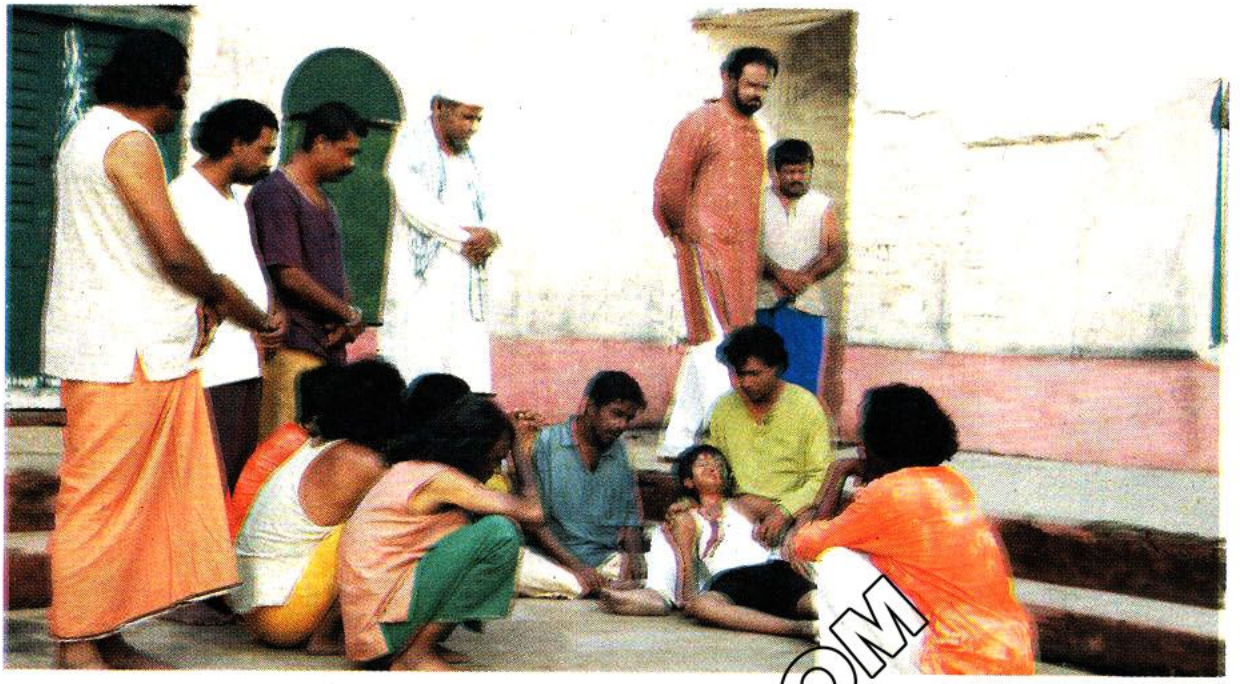

[আর্টিস্ট চলে যাচ্ছে। আর্টিস্টের পেছনে পেছনে কমলা।]

ময়না : কমলা। তুই যাস কই ?

৮০

দিন

আর্টিস্ট এবং কমলা।

কমলা : পানি নামতেছে। পুরা নামলে বাড়ি যাব।

আর্টিস্ট : বাড়িতে কে আছে ?

কমলা : মা আছে, ভইন আছে। আপনি কি আমারে ঘিন্না করেন ?

আর্টিস্ট : না।

কমলা : আপনে যে আমারে ঘিন্না করেন না এইটা আমি জানি। আপনের চোখ দেইখা বুঝা যায়।

আর্টিস্ট : ঠিকই বলেছ। ভালোবাসা এবং ঘৃণা দু'টাই মানুষের চোখে লেখা থাকে।

কমলা : আমার ছবিটা খুব সুন্দর হইছে। আপনে যখন ঘরে থাকেন না, তখন আমি গোপনে ঘরে ঢুকি। ছবিটার দিকে তাকায়া থাকি।

আর্টিস্ট : ছবিটা তোমাকে দিলাম। নিয়ে যাও। কানতেছ কেন ?

কমলা : আপনার কথা শুইন্যা চোখে পানি আসছে।

আর্টিস্ট : বাড়িতে যাওয়ার পর ঘেটুগান আর করবে না। স্কুলে ভর্তি হবে।

[কমলা হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।]

[কমলা চলে গেল।]

৮১

দিন

কমলা তার ঘরে শুয়ে ঘুমাচ্ছে। ঘরে ঢুকল তার মা। ছেলের মাথায় হাত রাখল।

মা : বাবা জহির। কেমন আছ গো বাবা! আমি চলে আসছি। ঘাটে নাও বান্দা তোমারে নিয়া চইলা যাব। নাওয়ে কে বসা কও দেখি বাবা! তোমার ভইন। বাবা উঠ।

[কপালে চুমু দিল। কমলা ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখে কেউ নাই। সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ঘর থেকে বের হলো।]

৮২

দিন

কমলা এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। সহিসের সঙ্গে দেখা।

সহিস : কারে খুঁজস ?

কমলা : আমার মা'রে দেখছেন ?

সহিস : দেখছি। কাছে আয়। কাছে গেল। (সহিস গাল টিপে বলল–)

সহিস : ঘেটুপুলার গাল নরম আছে। ঘোড়াত উঠতে চাস ?

৮৩

সহিস কল্পনায় দেখল সে ঘোড়ার পিঠে। হেকমতের মতো সাজসজ্জা। তার সামনে ঘেঁটুপুত্র। ঘোড়া হাওরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে।

৮৪

কল্পনা দৃশ্যের সমাপ্তি। ঘেটুপুত্র চলে যাচ্ছে।

AMARBOI.COM

সহিস : যাস কই ? আয় ঘোড়ার পিঠে উঠায়া দেই।

৮৫

রাত

গানের আসর। চৌধুরী নাই।

(গান)

ভাইসাবরে তুই জলে ভাসা সাবান আইন্যা দিলি না
সাবান আইন্যা দিলি না রে
সাবান আইন্যা দিলি না...

[নুরু এসে ঢুকল।]

নুরু : কমলা! চৌধুরী সাব ডাকেন।

[কমলা উঠে চলে গেল।]

নুরু : গান চলবে। গান বন্ধ না।

৮৬

রাত

মা ঠাকুরমা'র ঝুলি থেকে গল্প শোনাচ্ছেন তার মেয়েকে।

মা : সাত দিন সাত রাত্রি ধরিয়া ময়ূরপংখী সমুদ্রের মধ্যে আছাড়ি পিছাড়ি করিল। শেষে নৌকা আর থাকে না। সব যায় যায়। রাজপুত্ররা বলিলেন, হায় ভাই বন্ধু থাকিলে আজি এখন রক্ষা করিত। হায় ভাই ভুতুম থাকিলে এখন রক্ষা করিত।
কী ভাই কী চাই ?
কী চাই কী চাই।

[পাশের ঘর থেকে
কমলার আর্তচিৎকার।
চৌধুরী কন্যা নিজেই
দুই হাত দিয়ে কান
ঢাকল।]

৮৭

রাত

ময়না সিন্দুক খুলে হাতের বালা বের করে হাতে পরল।

ময়না : গান বন্ধ করছে কোনো দুঃখে ? গান শুনলে ভালো লাগে।

৮৮

রাত

গানের জলসা।

(গান)

জলের ঘাটে বাঁশি বাজে গো কমলা
আমরা জলে যাই...

৮৯

দিন

আচারের বৈয়ম নিয়ে ময়না ছাদে উঠল। রোদে দিচ্ছে। রেলিং-এ কমলা।

ময়না : আচার খাবি ?

কমলা : না।

ময়না : আচার মুখে দিয়া একটা চক্কর দে দেহি।

[আচার নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।]

৯০

দিন

আর্টিস্ট জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল।
দুই হাতে মুখ ঢাকল।
আর্টিস্ট : কী সর্বনাশ! কী সর্বনাশ!

[ঢুকল ময়না।]

AMARBOI.COM

ময়না : আপনি কি কিছু দেখেছেন ?
আর্টিস্ট : আমি কিছু দেখি নাই। আমি কিছু দেখি নাই।

৯১

সহিস : আমি কিছুই দেখি নাই। বুঝছস বাহাদুর! সবকিছু দেখতে হয় না।

৯২

দিন

চৌধুরী মুরগির লড়াই দেখছেন।

লোক : খবর শুনছেন চৌধুরী সাব–এক টানে পানি নাইম্যা গেছে। হাওর খটখটা।

চৌধুরী : খবর পেয়েছি। দেখি লড়াই শুরু কর।
[মুরগির লড়াই শুরু হলো।]
[নুরু এসে চৌধুরীর কানে কানে কী যেন বলল।]

চৌধুরী : তোমরা মুরগির লড়াই দেখ। আমার বাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমাকে যেতে হবে।

৯৩

দিন

অনেকেই ভিড় করে আছে। চৌধুরী সাহেবকে দেখে পথ করে দিল। তিনি দেখলেন কমলা পড়ে আছে। রক্তে সব ভেসে যাচ্ছে। কমলার বাবা তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসা।

বাবা : ও আমার বাবা ও আমার চান। তোর মা'রে আমি কী বলব! কী বলব আমি কী বলব!
[চৌধুরী সাহেব উপরের দিকে তাকালেন। ফুলরাণী ছাদের রেলিং ধরে নিচে তাকিয়ে আছে।]

৯৪

দিন

ড্যান্সমাস্টারদের ঘরে চৌধুরী এবং ড্যান্সমাস্টার।

চৌধুরী : তোমার ছেলের অভ্যাস ছিল রেলিং-এর উপর হাঁটা। আমি নিচে অনেকবার দেখেছি। পা পিছলায়েছে।

বাবা : (কাঁদতে কাঁদতে) জি, জি। এইটাই ঘটনা না। কপালের লিখন। আমার কপালের লিখন। ছেলের কপালের লিখন। ছেলের মায়ের কপালের লিখন। তার ভইনের কপালের লিখন।

চৌধুরী : কিছুক্ষণের জন্যে কান্দা বন্ধ করো, আমি কী বলতেছি শোন। ছেলের মায়ের হাতে দিবা, কিছু দুঃখ কমবে। নাও ধর।
[ড্যান্সমাস্টার টাকা নিল।]

চৌধুরী : ছেলের লাশ কি বাড়িতে নিয়া দাফন করবা ?

ড্যান্সমাস্টার : আমি মরা ছেলে
বাড়িতে নিব না।
আমি মরা ছেলে
বাড়িতে নিব না।

চৌধুরী : অসুবিধা নাই।
এইখানেই দাফন
হবে। আমি ব্যবস্থা নিতেছি।

৯৫

প্রায় সন্ধ্যা

চৌধুরী সাহেব ঘর থেকে বের হতেই ময়নার সামনে পড়লেন। ময়না তাকে দেখে প্রায় জমে গেল। তার হাতে বালা। সে শাড়ির আঁচল দিয়ে বালা ঢাকল।

চৌধুরী : ফুলরাণীর মা কই ? তারে ঘাটে আসতে বলো।
[ময়না চলে গেল। ঢুকল আর্টিস্ট। মনে হচ্ছে সে কিছু বলতে চায়।]

চৌধুরী : কিছু বলবা ?
[আর্টিস্ট না-সূচক মাথা নাড়ল।]

চৌধুরী : কিছু না বললে খাম্বার মতো খাড়ায়া আছ কেন ?

আর্টিস্ট : আপনার ছবিটা শেষ করেছি। আমি আজ চলে যাব।

চৌধুরী : আচ্ছা যাও।

৯৬

সন্ধ্যা

চৌধুরী ঘাটে বসে আছেন। সূর্য ডুবি ডুবি। পানি নেমে গেছে। আদিগন্ত বিস্তৃত মাঠ।

হামিদা : আমারে ডেকেছেন ?

চৌধুরী : বস। তোমার হাতের বালা অনেকদিন দেখি না। বালা কী করেছ ?
[হামিদা জবাব দিলেন না।]

চৌধুরী : আমি বুদ্ধিমান লোক এইটা তো জানো, জানো না ?

হামিদা : জানি।

চৌধুরী : তোমার দাসি ময়নাকে বিদায় করো। তাকে যেন আর কোনো দিন না দেখি।

হামিদা : তারে বিদায় করেছি।

চৌধুরী : হাওর শুকায়ে গেছে। নানান কাজকর্ম শুরু হবে। ঘেটু ছেলের এখন আর প্রয়োজন নাই।
সূর্য ডুবে গেল। আজান শুরু হলো। হামিদা ঘোমটা দিলেন। আজান হচ্ছে। দেখা যাবে বাদ্যযন্ত্রীরা লাইন ধরে বিশাল মাঠের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বাবা কাঁদছে।
আর্টিস্ট জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে।

৯৭

রাত

খাটে চৌধুরী বসা। সাজগোজ করা হামিদা ঢুকল। স্বামীকে সালাম করে পাশে বসল। তার স্বামীর ওয়েল পেইনটিং দেয়ালে ঝুলছে। ব্যাকগ্রাউন্ডে 'শুয়া উড়িল রে' গানটি মেয়ে কণ্ঠে গীত হচ্ছে।

৯৮

রাত

ফুলরাণী জানালার ঘুলঘুলি খুলে তাকিয়ে আছে। শূন্য ঘর। কমলার ঘুংঘুরটা বিছানায় পড়ে আছে। ০

AMARBOI.COM